**Website: www.bb.org.bd**

**আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ**
**বাংলাদেশ ব্যাংক**
**প্রধান কার্যালয়**
**ঢাকা-১০০০ ।**

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০১

তারিখঃ ০৫ মে, ২০১৪ / ২২ বৈশাখ, ১৪২১

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

**বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-১৬৯৬/২০১৪ এর আদেশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।**

বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-১৬৯৬/২০১৪ এর প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের অন্তর্বর্তী আদেশ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনর্মুদ্রিত হলো। মহামান্য আদালত দেশের সর্বত্র সকল সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, গাড়ীর নম্বর প্লেট, সকল সরকারি দপ্তরের নাম ফলক (দূতাবাস, বিদেশী সংস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত) ও ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে ইংরেজী বিজ্ঞাপন ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এমতাবস্থায়, মহামান্য আদালতের উক্তরূপ নির্দেশনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ শাহ আলম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোট,
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিনাল জুরিজডিকশন)
রীট পিটিশন নং-১৬৯৬/২০১৪ ইং

যে বিষয়েঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ অনুযায়ী আবেদন।
এবং
যে বিষয়েঃ
মোঃ ইউনুছ আলী আকন্দ এডভোকেট, এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোট বার সমিতি, থানা-শাহবাগ, জেলা-ঢাকা।

--------- দরখাস্তকারী।

-বনাম-

১। বাংলাদেশ, ইহার পক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা এবং অন্যান্য।

----------প্রতিপক্ষগণ।

এবং
যে বিষয়েঃ
বংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ এর ৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারী অফিস, আদালত, আধা সরকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলী বাংলায় লিখিতে, প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নির্দেশনা চেয়ে আবেদন।

উপস্থিতঃ
জনাব বিচারপতি কাজী রেজা উল হক
এবং
জনাব বিচারপতি এ.বি.এম আলতাফ হোসেন

১৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ

জনাব তবারক হোসেন, সঙ্গে
জনাব মোঃ ইউনুছ আলী আকন্দ, এডভোকেট
------ দরখাস্তকারীর পক্ষে।
জনাব বিশ্বজিৎ রায়, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব স্বরুপ কান্তি, সহকারী এটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী এটর্নী জেনারেল সঙ্গে
--------প্রতিপক্ষগণের পক্ষে।

অত্র আবেদনটি একটি জনস্বার্থমূলক আবেদন বিধায় রীট আবেদন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হউক।

আবেদনকারী একজন বিজ্ঞ আইনজীবী এবং তিনি স্বয়ং আবেদনটি উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ আইনজীবীর উপস্থাপনা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের ভাষা বাংলা হিসাবে সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রবর্তন হয়, তথাপিও স্বাধীনতার ৪২ বৎসর ও আইনটি প্রবর্তনের ২৬ বৎসর পরও বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষা ব্যবহারে তেমন কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, উপরন্তু নিষ্ক্রিয়তা ও বিজাতীয় ভাষা ব্যবহারের প্রতি অতীব আগ্রহ লক্ষণীয়।

১২ই মার্চ ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, গণভবন, ঢাকা এর সংখ্যা ৩০/১২/৭৫, সাধারন-৭২৯/১(৪০০) এর মাধ্যমে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ, ১৯৭৫ জারী করেন। এর প্রেক্ষিতে ২৩ ইং অক্টোবর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি সচিবালয়, রাষ্ট্রপতি বিভাগ, বঙ্গভবন, ঢাকা হইতে নং

৩০/১২/৭৫, সাধারন-৩৭০/১(৩০০) সূত্রে বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত প্রথম সরকারি আদেশ পত্র, ১৯৭৫ আদেশ জারী করা হয়। এর পর ১৯৭৯ সালের ১২ ই জানুয়ারি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ এর প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ, ১৯৭৮ জারী করা হয়। কিন্তু অতিব পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ তো দূরে থাক, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিজাতীয় ভাষাকে প্রাধান্য ও উপযাজক হয়ে ব্যবহার ও পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষণীয়। শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাংলার পরিবর্তে বিজাতীয় ভাষার ব্যবহার ও শিক্ষাদানের জন্য অতীব আগ্রহী কিছু মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষণীয় যাহা বাংলা ভাষাভাষী ও বাঙালির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয় এবং ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশের সংবিধান ও বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞারই প্রতিফলন।

যেহেতু, বাংলা ভাষা এই দেশের শতকরা অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা, সংবিধানেও বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত, এবং জনমনে নিজ ভাষায় সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ ও বিভিন্ন সময় বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য দেশের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জারীকৃত আদেশ অদ্যাবধি বিদ্যমান,তাই-

দেশের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে কেন সম্যক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না মর্মে, (১) সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ,(২) সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (৪) সচিব, ধর্ম ও সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (৫) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ও (৬) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সর্ব ঠিকানা- বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা ঢাকা-১০০০, এর উপর রুল জারী করা হউক।

ইত্যবসরে, উপরোক্ত প্রতিপক্ষগণকে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে দেশের সর্বত্র সকল সাইন বোর্ড, বিলবোর্ড,ব্যানার, গাড়ীর নম্বর প্লেট , সকল সরকারি দপ্তরের নাম ফলক ( দূতাবাস, বিদেশী সংস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতিত) ও ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে ইংরেজী বিজ্ঞাপন ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধ করার নিমিত্তে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অনতিবিলম্বে অত্র আদালতকে অবহিতকরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র রুলটি আগামী ০২(দুই) সপ্তাহান্তে ফেরৎযোগ্য।

অত্র আবেদনটি নথিভুক্তীকরণ, রুলটি জারী ও তৎসংক্রান্তের সকল খরচ সুপ্রীম কোর্ট বহন করিবে।

আগামী ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য্য করা হইল।

কাজী রেজা উল হক
এ.বি.এম. আলতাফ হোসেন

প্রাপকঃ
(১) সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ
(২) সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
(৩) সচিব, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়,
(৪) সচিব, ধর্ম ও সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
(৫) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়,
(৬) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সর্ব ঠিকানা- বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা ঢাকা-১০০০,
সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রেরিত হইল।

স্বা/-
সুপারিনটেনডেন্ট

স্বা/-
সহকারী রেজিস্ট্রার